দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

বাংলা অভিধান সংস্কার

নীলিমা ইব্রাহিম

আমরা ছিলাম একান্নবর্তী পরিবার। আমরা ছিলাম, চাচাতো ভাইবোনরা ছিল, সবাই প্রায় একসঙ্গে পড়াশুনা করতাম। আমাদের কোন গৃহশিক্ষক ছিল না। আমার মা-ই আমাদের সবাইকে স্কুল না ছাড়া পর্যন্ত পড়াতেন। মার শোবার ঘরের মেঝে মাদুর বিছিয়ে আমরা লাইন করে বসতাম। মা বসতেন মাঝামাঝি জায়গায়। গরমের সময় মায়ের হাতে থাকতো একখানা শক্ত ডাঁটের তালপাতার পাখা। এবং শীতের সময়ে স্কেল। এ দুটো জিনিসই গুরুমহাশয়ের বেতের কাজ করতো। পাখার ডাঁটের অনুভূতি-এখনও পিঠ স্পর্শ করলে পাই। তার বাঁ হাতের কাছে থাকতো দু'খানা ডিকশনারী। ইংরেজী চেম্বার্স এবং বাংলায় সংসদ অভিধান। স্কুল পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত সবাই মায়ের ছাত্র-ছাত্রী থাকতাম। কলেজে ঢুকলে মোটামুটিভাবে রেহাই পেতাম। রাত্রে মাঝে মাঝে গোলমাল হতো। মাঝে থাকতো একটি হারিকেন লণ্ঠন। তার দু'পাশে দু'টি ডান্ডা ছিল। নিজের সামনে থেকে ঐ ডান্ডা সরাবার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠতো। ফলে ঝগড়া-ঝাটি মৃদু মারামারি কখনও কখনও ঘটতো। মায়ের পড়াবার কিছু নিজস্ব ভঙ্গি ছিল। কোন বানান ভুল করলে নিজেদের ডিকশনারী দেখে নিতে হতো। ফলে আমাদের ভাইবোনদের ডিকশনারী ছিল সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আমি আমার সন্তানদেরও এই অভ্যাসটি করিয়েছি। কারণ আমাদের ধারণা জন্মেছিল যে ডিকশনারী অভ্রান্ত। কিন্তু নাতি-নাতনীদের এ জ্ঞান ভান্ডারের দ্বারে পৌঁছে দিতে পারলাম না। বছর সাতেক বয়সের একটি নাতি আছে আমার। বয়স অনুপাতে সে একটু পাকা। একদিন সে আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলো "নানু, পদযাত্রা অর্থ কি?" আমি বল্লাম অভিধান দেখে নাও, সে বল্লো, না নানু, আমাদের অভিধানে সব ভুল, পদযাত্রা অর্থ লেখা- 'পায়ে হেঁটে যাওয়া'। আমি বল্লাম, না না ঠিকইতো আছে, পদযাত্রা মানেতো পায়ে হেঁটে চলা। বিজ্ঞের মত হেসে বললো- যেমন তোমার ডিকশনারী তেমন তুমি। জাননা কার, বাস, মিনিবাস, টেম্পো ট্রাক প্রভৃতি নিয়ে একটি রাজনৈতিক দল পদযাত্রা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম গেছে। আমরা এ শোভাযাত্রা দেখেছি। সুতরাং কি করে বিশ্বাস করি পদযাত্রার অর্থ পায়ে হেঁটে চলা? আমার মনে হলো ঐ শিশুটি আমায় একটা চড় বসিয়ে দিলো। কি শেখাচ্ছি আমরা আমাদের বংশধরদের।

ভেবেছিলাম এখানেই আমার অপমানের শেষ হবে, কিন্তু না, জ্ঞানের কোন সীমা পরিসীমা নেই। মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত শিখে যেতে হবে। এবং সেই শিক্ষার সঙ্গে অভিধানের কোন যোগাযোগ নেই। ক'দিন আগে শুনলাম, কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল গণঅনশন করবে। আমার অভিধান বলে গণঅনশন অর্থ সমগ্র জাতির অনশন পালন করা। ঘোষণায় জানা গেছে, সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অনশন পালিত হবে। অর্থাৎ পূর্ণ প্রাতঃরাশ করে সোজা গিয়ে সান্ধ্য আহারে গিয়ে বসবে। শুধু মধ্যাহ্ন ভোজ বাদ যাবে। খুব ভয়ে ভয়ে আছি। কখন আবার নাতি ফোন করে। এবারে তো কোন জবাবই দিতে পারবো না। কারণ আমার কালে দেশপ্রেমিক যতীন্দ্র মোহন দাস অনশনে জেলখানায় প্রাণত্যাগ করেছিলেন। আমার এই পর্বতপ্রমাণ মূর্খতা নিয়ে নাতিকে অনশন শব্দের অর্থ কি করে বোঝাব?

দেশের বিজ্ঞজন, নেতা-নেত্রী সবার কাছে আমার বিনীত নিবেদন এমন জিরপিছলা কথা বলবেন না। এতে আমাদের অসুবিধা হয়। পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান ঘটে যায়। তাদের চোখে আমরা নির্বোধ বা বোকা হয়ে যাই। সুতরাং আমাদের একটু সতর্কতা আবশ্যক। ❑